গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবাবিভাগ
প্রশাসন-৩অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

স্মারক নং- ৫৮.০০.০০০০.০১৪.০৬.০০২.২০১৮- ৪০৫

তারিখঃ ৯ পৌষ ১৪২৫
২৩ ডিসেম্বর ২০১৮

বিষয় : বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ১৯-১২-২০১৮ খ্রি: তারিখে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মহোদয়-এর সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনা মোতাবেক

২৬.১২.১৮

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
ফোন#:+৮৮০ ৪৭১২৪৩৫৯
ই-মেইল#: admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা;
২. বিভাগীয় কমিশনার (ঢাকা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/রংপুর/ময়মনসিংহ);
৩. অনুবিভাগ প্রধান, নিরাপত্তা ও বহিরাগমন/প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/অগ্নি/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ/কারা/আইন ও শৃংখলা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়;
৪. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা;
৫. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা; এবং
৬. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতি) :

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা; এবং
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে অনুষ্ঠিত সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ	:	১৯ ডিসেম্বর ২০১৮
সময়	:	বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থান	:	সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে উপস্থাপন করা হলো।

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। সভাপতি বলেন, মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ। বিভাগীয় কমিশনারগণের সার্বিক সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি সুরক্ষা সেবা বিভাগকে একটি গতিশীল ও কার্যকর সেবামুখী বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন।

অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহের উপর দপ্তর প্রধান এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

০২। **সভার কার্যবিবরণী :**
বিগত ২৫ অক্টোবর ২০১৮ এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধন না থাকায় তা গৃহীত হয়।

০৩। **একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৮ এর প্রস্তুতিঃ**
সভার শুরুতেই আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৮ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে তাঁদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- দেশের সকল উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ সরঞ্জামাদি ও এ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রয়োজন হতে পারে এমন ঝুকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলো বিবেচনাপূর্বক স্থান নির্বাচন করে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্সের চাহিদা(রিকুইজিশন) ২২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে প্রত্যেক বিভাগ হতে বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে প্রেরণ নিশ্চিত করা;
- নির্বাচনকালীন সময়ে জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব(অগ্নি) ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী আহাম্মেদ খান, পিএসসি(অবঃ), মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক ফায়ার সার্ভিস এর গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রসমূহকে ‘এ’ ‘বি’ ও ‘সি’ ইত্যাদি ক্যাটাগরিতে বিভাজনপূর্বক জেলা/উপজেলা প্রশাসনের চাহিদার নিরিখে ২৩, ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা;
- প্রত্যেক উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের গাড়ি, জনবল ও সরঞ্জামাদিসহ ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে দ্রুত রেসপন্স করার জন্য স্বয়ং সম্পূর্ণ টিম প্রস্তুত রাখা;

* নির্বাচনের সময় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীগণ কর্তৃক অগ্নি নির্বাপণ কাজে ব্যবহৃত গাড়ি পরিবহনকালে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা। এজন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করা;

* ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্থানীয় ভলান্টিয়ারদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে অগ্নি নির্বাপণসহ উদ্ধার কাজে সহযোগিতার জন্য সম্পৃক্ত করা।

বাস্তবায়নে : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী আহাম্মেদ খান, পিএসি(অবঃ), মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/জনাব প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব(অগ্নি), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

০৪। **দপ্তর/সংস্থাওয়ারি আলোচনা :**
সভাপতির নির্দেশক্রমে দপ্তর/সংস্থাওয়ারি আলোচনার জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করা হয়।

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ;	• মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, র‍্যালি, ক্যাম্পেইন ইত্যাদি আয়োজনে সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং শিক্ষকদের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ অব্যাহত রাখা। ২৫.১০.২০১৮ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ২৮,১৪২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠিত হয়েছে। এ সকল কমিটিগুলোকে সক্রিয় ও কার্যকর করা; • ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাদকের বিরুদ্ধে প্রচার অব্যাহত রাখা, ইমামগণ কর্তৃক শুক্রবার জুমার নামাজের খুতবার আগে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান অব্যাহত রাখা এবং এ ব্যাপারে উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে যুক্ত করা এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি অব্যাহত রাখা; • উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের মাধ্যমে উপজেলাওয়ারী মসজিদের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক কতগুলো মসজিদে মাদকবিরোধী বয়ান করা হয় মাসভিত্তিক তার তথ্য প্রদান অব্যাহত রাখা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কতৃর্ক যথাক্রমে জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের সফরসূচি সংগ্রহপূর্বক জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ কতৃর্ক গুরুত্বপূর্ণ সভা-সমাবেশে যোগদান কিংবা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে মাদকের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদানের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। এছাড়া বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক তাঁদের দৈনন্দিন সফরসূচির অনুলিপি বিভাগীয়/জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ের জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কতৃর্ক যথাক্রমে জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের সফরসূচি সংগ্রহপূর্বক জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনারগণ কতৃর্ক গুরুত্বপূর্ণ সভা-সমাবেশে যোগদান কিংবা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে মাদকের বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদানের জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। এছাড়া বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক তাঁদের দৈনন্দিন সফরসূচির অনুলিপি বিভাগীয়/জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ে প্রেরণ অব্যাহত রাখা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)

		• ধর্মীয় সভা/ওয়াজ মাহফিলে মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদান করা; • মাদকবিরোধী কর্মসূচি নিয়ে বিভাগীয় আইন-শৃংখলা কমিটি, জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং জেলা ও উপজেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা অব্যাহত রাখা; • মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য সকল প্রকার সভা/সেমিনারে মাদকবিরোধী আলোচনার বিষয়টিকে এজেন্ডাভুক্ত করা।	
খ.	মাদকবিরোধী তথ্যচিত্র প্রদর্শন;	• গুরুত্বপূর্ণ স্থান/স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক সাইনবোর্ড ও বিলবোর্ড ইত্যাদি স্থাপন অব্যাহত রাখা; • মাদকবিরোধী বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টারিফিল্ম, টিভিসি ইত্যাদির এর একটি প্যাকেজ প্রস্তুতপূর্বক পেনড্রাইভ এ সফট কপি মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ করবেন, জনাব আতিকুল হক, অতিরিক্ত সচিব(মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ) কর্তৃক প্রেরণ কার্যক্রম সমন্বয় করা ; • জেলা পর্যায়ে বড় বড় হাট-বাজারে কিংবা মেলা চলাকালে জেলা তথ্য অফিস কতৃর্ক জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ সিনেমা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারকালে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রচার করা।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
গ.	সীমান্তে মাদক পাচার রোধ করা;	• সীমান্ত পথে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ/পাচার রোধকল্পে বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখা।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল)
ঘ.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীনস্থ দপ্তরসমূহের কার্যক্রম তদারকিকরণ;	• বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক নিয়মিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অফিসসমূহ পরিদর্শন অব্যাহত রাখা এবং এ সংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি সুরক্ষা সেবা বিভাগকে অবহিত করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)
ঙ.	মাদকমুক্ত উপজেলা ঘোষণা;	• মাদকমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে একশন প্লান হিসেবে প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে একটি করে মাদকমুক্ত উপজেলা ঘোষণার পাইলট প্রকল্প গ্রহণ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান
চ.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর প্রচার;	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন'১৯৯০ এর বদলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন'২০১৮ প্রণয়নের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এর উল্লেখযোগ্য অংশ পরবর্তী সভায় এজেন্ডা হিসাবে অর্ন্তভুক্ত করা; • প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে ১টি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর বিষয়ে ওয়ার্কশপ/সেমিনার করা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর একটি পকেট বুক বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ মাদকদ্রব্য অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ

ছ.	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র;	• যে সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নেই এমন ২৫টি জেলা; ঢাকা বিভাগে-৩টি (গোপালগঞ্জ, শরিয়তপুর, মুন্সীগঞ্জ), চট্টগ্রাম বিভাগে-৫টি (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, লক্ষীপুর ও চাঁদপুর), সিলেট বিভাগে-১টি, (সুনামগঞ্জ), খুলনা বিভাগে-৫টি, (বাগেরহাট, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল ও মেহেরপুর), বরিশাল বিভাগে-৫টি, (ঝালকাঠি, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ভোলা), রংপুর বিভাগে-৬টি, (কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়) সে সকল জেলায় স্থানীয়ভাবে নিরাময় কেন্দ্র চালুর বিষয়ে দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করা; • লাইসেন্স প্রাপ্ত (সংলগ্নী-১) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তার সাথে সমন্বয়সাধন করে নিয়মিত নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন অব্যাহত রাখা; • দুর্বল/রুগ্ন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি কল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা; • স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের মাধ্যমে জেলা/উপজেলা পর্যায়ে প্রতিটি হাসপাতালে মাদকাসক্ত রোগীদের জন্য পৃথক ইউনিট স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • কারাগারগুলোতে মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য পৃথক সেল স্থাপন করা; • স্থানীয় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বেসরকারি পর্যায়ে আরো বেশী সংখ্যায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)
জ.	বিভাগীয় পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠান;	• মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক বিভাগীয় কমিশনারগণকে যুক্ত করে বিভাগীয় পর্যায়ে মাদকবিরোধী সভার আয়োজন অব্যাহত রাখা; • এ ছাড়া, বিভাগীয় সমাবেশে মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং স্থানীয় গণ্যমান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করে মাদকবিরোধী বড় সমাবেশের আয়োজন করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদক অনুবিভাগ/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
ঝ.	মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা;	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর অপরাধসমূহ মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে কোন আইনগত বাঁধা নাই, বিধায় উপজেলা, জেলা এবং মাদকপ্রবণ এলাকায় নিয়মিত মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অভিযান অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)
ঞ.	উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;	• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর কমর্কতা/কর্মচারীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে Training Need Assess করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

খ. কারা অধিদপ্তর :

নং	বিষয় ও আলোচনা;	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	কারাগার পরিদর্শন;	• জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ এর কারাগারসমূহের পরিদর্শন কার্যক্রম বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক মনিটরিং করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)
খ.	নতুন কারাগার নির্মাণ/পুরাতন কারাগার সংস্কার;	• সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে, কোন বিভাগীয় শহর/জেলায় নতুন কারাগার নির্মাণ করা হলে নতুন ও পুরাতন উভয় কারাগার ব্যবহার করা। নবনির্মিত কারাগারকে 'কারাগার-১' এবং পুরাতন কারাগারকে 'কারাগার-২' নামে নামকরণ করে ব্যবহার করা; • নতুন কারাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে ভিজিটরস রুমের কাঠামো আপডেট করাসহ প্রিজন লিংক, অডিও ভিজুয়াল রুম ও মাদক নিরাময় ওয়ার্ডের ব্যবস্থা রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান

গ.	কারাবন্দিদের হাসপাতালে অবস্থান;	• দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের পাক্ষিক প্রতিবেদন(**সংলগ্নী-২**) কারাগার পরিদর্শনকালে যাচাইকরণের সুবিধার্থে প্রতি মাসে কারা অনুবিভাগ কর্তৃক সকল বিভাগীয় কমিশনারকে গোপনীয়ভাবে সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা; • সিভিল সার্জনকে সংগে নিয়ে কারাগার সারপ্রাইজ ভিজিট করা; পরিদর্শনের সময় সিভিল সার্জন এর সহায়তায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কারাভ্যন্তরে এবং কারাগারের বাইরের হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের শারিরীক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার যৌক্তিকতা যাচাই করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	মাদকাসক্ত বন্দিদের প্রশিক্ষণ;	• মাদকাসক্ত বন্দিদের মাঝে মাদকের চাহিদা হ্রাসকল্পে/নিরাময় এর নিমিত্ত কারাভ্যন্তরে রিকভারি এডিক্ট প্রশিক্ষণের আয়োজন করা; • সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা; • মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড স্থাপন করা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/মাদক অনুবিভাগ প্রধান
ঙ.	কারাগারে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ স্থাপন;	• ৫.১২.২০১৮ খ্রি: তারিখের মধ্যে যে সকল কারাগারে ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ নেই বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগপূর্বক সে সকল কারাগারের নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত অর্থাৎ আগামী সভার পূর্বেই ডাবল ফেইস লাইন সংযোগ দেয়ার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।	কর্নেল মোঃ ইকবাল হাসান, বিজিবিএম, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর
চ.	রাজশাহী কারাগারের পুরাতন ভবন সংস্কারপূর্বক ব্যবহার;	• ১৮-০১-২০১৯ তারিখ অর্থাৎ আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে রাজশাহী কারাগার এর পুরাতন ভবন গণপূর্ত বিভাগের মাধ্যমে সংস্কারপূর্বক ব্যবহার উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা।	
ছ.	কারাগারের খাদ্যের মান তদারকিকরণ;	• বন্দিদের খাবারের মান যথাযথ আছে কি'না তা নিয়মিত তদারকি করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)
জ.	কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন;	• মাদারীপুর জেলা কারাগার, মৌলভীবাজার জেলা কারাগার, শরিয়তপুর ও চাঁদপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে দায়েরকৃত বিদ্যমান মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা; • কারা অধিদপ্তরের অধিগ্রহণকৃত নিম্নবর্ণিত কারাগারসমূহে জমির রেকর্ড কারা অধিদপ্তরের নামে সংশোধনের লক্ষ্যে দেওয়ানি মামলা দায়ের করা:- কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার, কুষ্টিয়া জেলা কারাগার, কুড়িগ্রাম জেলা কারাগার, ঠাকুরগাঁও জেলা কারাগার, টাঙ্গাইল জেলা কারাগার, কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার, নোয়াখালী জেলা কারাগার, মাগুরা জেলা কারাগার, ঝিনাইদহ জেলা কারাগার, চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগার, বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগার, বরগুনা জেলা কারাগার, ঝালকাঠি জেলা কারাগার, লালমনিরহাট জেলা কারাগার, নাটোর জেলা কারাগার, জয়পুরহাট জেলা কারাগার ও ফরিদপুর জেলা কারাগার।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঝ.	অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার;	• কারাগারের জমির অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারের জমি অপদখলকারীদের নিকট হতে উদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • কারাগারের জমি দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে সীমানা নির্ধারণপূর্বক সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান

ঞ.	এল এ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ;	• বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন এল এ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণ হতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান
ট.	কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস;	• কাস্টুডি ওয়ারেন্টে Risk Level উল্লেখপূর্বক কোর্ট ইন্সপেক্টরগণের সহযোগিতায় কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস করা; • যে সকল জঙ্গি চাঞ্চল্যকর মামলায় কারাগারে বন্দি আছে তাদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখা।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান

গ. বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের হয়রানি বন্ধকরণ;	• পাসপোর্ট অফিসের আশেপাশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান
খ.	পাসপোর্ট প্রাপ্তির আবেদন;	• ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে অনলাইনে পাসপোর্ট প্রাপ্তির আবেদনের বিষয়টি জনপ্রিয় করার নিমিত্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা; • পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে প্রাপ্তির বিষয়টি জেলা আইন-শৃংখলা কমিটির সভায় এজেন্ডভুক্ত করে আলোচনা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • Special Branch কর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যেন বাংলাদেশী পাসপোর্ট না পায় সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান
গ.	পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ;	• ১৬টি জেলায় (সংলগ্নী-৪)পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে চলমান কার্যক্রমে বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক প্রয়োজনীয় সহায়তা করা; • "১৭ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প (সংলগ্নী-৫)" এর আওতায় ০৭টি ভবন নির্মাণের কাজ চলমান আছে, গুণগত মান নিশ্চিত করার স্বার্থে বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক তাঁদের দৈনন্দিন সফরসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত পরিদর্শন/তদারকি অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন;	• মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন করার জন্য ৯৬টি ওয়ার্ক স্টেশন স্থাপন করা হলেও বর্তমানে ০২টি সাব-স্টেশন চালু রয়েছে। এখানে মূলত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়। কোন রোহিঙ্গা নাগরিক যাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা; • মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান

ঘ. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :

নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	অনাপত্তি সনদ গ্রহণ;	• পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর থেকে অনাপত্তি সনদ গ্রহণের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান
খ.	জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা;	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জমি অধিগ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন এল এ মামলাসমূহ যথা: ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ (মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৭৩২৭/৭৩২৮/১০), শেরপুর জেলার নকলা (জেলা জজকোর্ট, শেরপুর মামলা নং-১৪/২০০৬), চট্টগ্রাম জেলার পতেঙ্গা (মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-১১৮৪৪/২০১৩), কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার (মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন থাকায় বিকল্প জমি অধিগ্রহণ প্রকিয়াধীন), কুমিল্লা জেলার লাঙ্গলকোট (রিট পিটিশন নং-৩৯৯৫/২০১৩), খুলনা জেলার পাইকগাছা (মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন নং-৭০৫৮/২০১৩, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর (জেলা জজকোর্ট, সাতক্ষীরা, মামলা নং-৬২/২০১৫), সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর (মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন থাকায় বিকল্প জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন), দ্রুত নিষ্পত্তি/বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান
গ.	ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ;	• ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত যথোপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা; • ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা বিভাগের-১. নারায়ণগঞ্জ জেলায় ৪টি-সিদ্ধিরগঞ্জ, রূপগঞ্জ, পাগলা স্থলকাম নদী ও কাঁচপুর, ২. চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম জেলায় ২টি-ভাটিয়ারী ও হালিশহর ৩. রাঙ্গামাটি জেলায় ১টি- বাঘাইছড়ি ৪. নোয়াখালী জেলায় ১টি-সেনবাগ ৫. কুমিল্লা জেলায় ২টি-দেবিদ্বার ও ব্রাহ্মণপাড়া ৬. রাজশাহী বিভাগের সিরাজগঞ্জ জেলায় ১টি-চৌহালী, ৭. খুলনা বিভাগের খুলনা জেলায় ২টি-তেরখাদা ও কয়রা সাতক্ষীরা জেলায় ১টি-শ্যামনগর ৮. বরিশাল বিভাগের বরিশাল জেলায় ১টি-আগৈলঝাড়া ৯. পটুয়াখালী জেলায় ১টি-দুমকি ১০. সিলেট বিভাগের সিলেট জেলায় ১টি-গোয়াইনঘাট ১১. হবিগঞ্জ জেলায় ১টি-আজমেরীগঞ্জ স্থল কাম নদী ও ১২. সুনামগঞ্জ জেলায় ১টি-তাহিরপুর-এর ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রমকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিবেচনায় নেয়ার জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন;	• ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই এমন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিভাগীয় কমিশনারগণের মতামতের ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করে তার তালিকা প্রস্তুত করা; • স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

ঙ.	গণসচেতনতা জোরদারকরণ;	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কার্যালয়ের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কতৃর্ক যথাক্রমে বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের সফরসূচি সংগ্রহপূবর্ক বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ কতৃর্ক মহড়া অনুষ্ঠানে, গুরুত্বপূর্ণ সভা-সমাবেশে যোগদান কিংবা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনকালে অগ্নি নিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদানের জন্য যোগাযোগ করা; • এ ছাড়া বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক তাদেঁর দৈনন্দিন সফরসূচির অনুলিপি বিভাগীয়/জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কার্যালয়ে প্রেরণ করা; • এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নি ও দুঘর্টনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অব্যাহত রাখা এবং গৃহীত কার্যক্রম ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে নিয়মিত আপডেট করা; • জেলা/উপজেলা পর্যায়ের বড় বড় স্কুল-কলেজে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা; • প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় ক্যাপাসিটি ও ভলান্টিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ তাদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে নিয়মিত আপডেট রাখা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
চ.	নবনির্মিত ফায়ার স্টেশনে জনবল পদায়ন ও সরঞ্জামাদি বৃদ্ধি;	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কার্যালয়ের বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের অফিসগুলোতে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস সেবা সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স এর চাহিদা বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা; • নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরেও জনবলের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না এমন ফায়ার স্টেশনের তালিকাসহ জনবল নিয়োগ বিষয়ে সচিবকে অবহিত করে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান
ছ.	আইন/বিধি প্রণয়ন;	• যানবাহন এবং আবাসিক বাসা-বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের সংখ্যাধিক্য এবং দুর্ঘটনার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সিলিন্ডার নিয়মিত পরীক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করত: এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/ অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

০৫। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২৩।১২।১৮

(ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।